করোনা শহিদদের সম্মানজনক শেষ বিদায়ে আপনিও অংশ নিন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

quantummethod.org.bd

মৃত্যু জীবনের এক চিরায়ত সত্য। কিন্তু মৃত্যুক্ষণ এবং অন্তিম যাত্রায় মৃতের পাশে পরিজন-প্রিয়জন কেউ থাকবে না, দূরতম কল্পনায়ও তা আমরা ভাবতে পারি না। অথচ করোনা পরিস্থিতি আজ সে বাস্তবতার মুখোমুখিই দাঁড় করিয়েছে আমাদের। সংক্রমণের ভয়ে ছেলে আসছে না মৃত মায়ের দাফনে, ভাই এগিয়ে যাচ্ছে না ভাইয়ের লাশ তুলতে, স্বামী পালাচ্ছে মৃত স্ত্রীকে ফেলে।

যথাযথভাবে শেষ বিদায় জানানো ফরজে কিফায়া

পরিবার ও সমাজ যখন দায়িত্ব পালনে অসমর্থ, তখন এগিয়ে এসেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। ইসলামের বিধিমতে একজন মুসলমানকে যথাযথভাবে শেষ বিদায় জানানো 'ফরজে কিফায়া'। অর্থাৎ সবার পক্ষ থেকে কাউকে না কাউকে এ-কাজটি করতে হবে। কিন্তু জেনেশুনে সবাই যদি বর্জন করে, তাহলে সমাজের সবাই গুনাহগার হবে। করোনা-মৃতদের দাফনে শামিল হয়ে কোয়ান্টাম শুধু এই ফরজে কিফায়াই আদায় করছে না, মমতা দিয়ে পূরণের চেষ্টা করছে স্বজনের শূন্যতা।

সাত শতাধিক করোনা শহিদ সমাহিত হলেন আপনজনের মমতায়

করোনাভাইরাসের সাথে লড়াই করে শহিদ হয়েছেন, দেশজুড়ে এমন সাত শতাধিক ব্যক্তির দাফন ও সৎকার সম্পন্ন হয়েছে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণে। এ মৃতদের মধ্যে দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্ব, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কৃতী পেশাজীবীরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন সমাজের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। স্বেচ্ছাসেবীরা আপনজনের মমতায় শেষ বিদায় জানিয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই।

দাফন/ সৎকার/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া/ শেষকৃত্য
ধাপে ধাপে প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়া

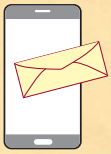

১.

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে বা এ রোগের উপসর্গ নিয়ে মৃত ব্যক্তির তথ্য সম্বলিত এসএমএস স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাওয়ার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু হয়।

২.

সৌজন্যে : দ্য ডেইলি স্টার, ১১ মে ২০২০

স্বেচ্ছাসেবীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন। এরপর নির্দিষ্ট ফরমে মৃতের পরিবারের সদস্য/ অভিভাবকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হয়। এ-ছাড়াও যোগাযোগ করা হয় সংশ্লিষ্ট থানা ও প্রশাসনের সাথে। মৃত ব্যক্তি মুক্তিযোদ্ধা বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কেউ হয়ে থাকলে প্রশাসনকে অবহিত করেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

মৃত ব্যক্তি নারী হলে তার মৃতদেহ কবরস্থানে/ শ্মশানে নেয়ার আগপর্যন্ত দাফন বা শেষকৃত্যের জন্যে প্রতিটি ধাপে কাজ করেন নারী স্বেচ্ছাসেবীরা।

৩.

মৃতদেহ ও সংশ্লিষ্ট স্থানজুড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করার পর মৃতের ধর্মানুসারে ওযু-গোসল/ পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন করা হয়।

৪.

কাফন/ সৎকারের কাপড় পরিয়ে লাশবাহী পলিব্যাগ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত এয়ারটাইট ও ওয়াটার প্রুফ ভারী ব্যাগে লাশ ঢুকিয়ে অ্যাম্বুলেন্স/ ফ্রিজিং ভ্যানে তোলেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

৫.

টিমের সাথে থাকা ইমাম সুরক্ষা বিধি মেনে জানাজা পরিচালনা করেন।

৬.

যথাযথ সম্মানের সাথে মৃতদেহ কবরে শায়িত করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রদত্ত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় খনন করা হয় এ কবরগুলো।

খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী মৃতের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট আচার-বিধি সম্পন্ন করেন পাদ্রী/ যাজক।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে মৃতের গোত্রীয় রীতি অনুযায়ী দাহ/ সমাহিত করা হয়।

সৌজন্যে : দ্য ডেইলি স্টার, ১৪ জুন ২০২০

মৃত ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলে প্রয়োজনীয় ধর্মাচার সম্পন্ন করেন ভান্তেরা।

৭.

মৃত ব্যক্তির অনন্ত প্রশান্তির জন্যে সময় নিয়ে দোয়া করেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

৮.

পিপিই-সহ প্রতিটি স্তরের নিরাপত্তা পোশাক খোলার সময় শরীরে বিশেষ জীবাণুনাশক ছিটিয়ে স্বেচ্ছাসেবীদের জীবাণুমুক্ত করা হয়। এরপর নিরাপত্তা পোশাক ও সরঞ্জামাদি যথানিয়মে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

মহামারিতে মৃত ব্যক্তি শহিদ

নবীজী (স) বলেন, মহামারিতে মৃত ব্যক্তি শহিদ। *—বোখারী ২৬৭৪, মুসলিম ১৯১৪*

নবীজী (স) আরো বলেছেন, মহাবিচার দিবসে একজন শহিদ ৭০ জনের পরিত্রাণের জন্যে সুপারিশ করতে পারবেন। *—আবু দাউদ ২৫২২*

মহামারি সম্পর্কে নবীজী (স) বলেন, মহামারি হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত শাস্তি, যাদের তিনি শায়েস্তা করতে চান। আর বিশ্বাসীদের জন্যে এটি হচ্ছে তাঁর দয়া ও করুণার উৎস। মহামারিকালে যদি কেউ আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কারের প্রত্যাশা নিয়ে ধৈর্য ও সাহসের সাথে নিজ এলাকায় অবস্থান করে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ লিখে রাখেন নি এমন কিছুই তার হবে না, সে-ও শহিদের মর্যাদা লাভ করবে। *—বোখারী ৩৪৭৪*

করোনা শহিদ পরিবারের পাশে কোয়ান্টাম

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে বা এর উপসর্গজনিত অসুস্থতায় যারা মারা গেছেন, গভীর শ্রদ্ধায় সেই করোনা শহিদদের স্মৃতি সংরক্ষণ করা হবে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটে। নাম ও ছবিসহ তালিকা সংরক্ষণের পাশাপাশি কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা দোয়া করবেন করোনা শহিদ ও তাদের পরিবারের জন্যে। সেইসাথে আন্তরিক সমমর্মিতা নিয়ে আত্মিক স্বজনের মতো শহিদ পরিবারগুলোর পাশে থাকবে কোয়ান্টাম।

আপনার পরিচিত-আত্মীয়-প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন কেউ থাকলে তাদের নাম-পরিচয়, ছবি, জীবনবৃত্তান্ত ও পরিবারের বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়ে দিন ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় দফতরে।

যোগাযোগ : info@quantummethod.org.bd
ফোন : ০১৩১৩-৪৮৬৫১০

কোভিড-১৯ দাফন ও সৎকার সেবায়
দেশজুড়ে অংশ নিচ্ছেন কোয়ান্টাম পরিবারের
তিন শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী—যাদের মধ্যে রয়েছেন
ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ী আইনজীবী গৃহিণী
সাংবাদিক ব্যাংকার কৃষিবিদ স্বাস্থ্যকর্মী
শিক্ষক শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।

দাফন ও সৎকার সেবায় প্রয়োজনীয় পিপিই, মৃতদেহ বহনের এয়ারটাইট ও ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম গোছানোর কাজে ব্যস্ত কোয়ান্টাম স্বেচ্ছাসেবীরা। উল্লেখ্য, পালাক্রমে দাফন ক্যাম্পে অবস্থান করছেন তারা।

পরিচালিত হচ্ছে সদস্য-শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শ্রমে ও দানে

করোনা শহিদদের দাফন ও সৎকার একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া, যার উৎস হলো করোনা ফান্ডে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের দানকৃত অর্থ।

দাফনের আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের খরচসহ অ্যাম্বুলেন্স ও যানবাহনের পেছনেও ব্যয় হয় একটি বড় অঙ্কের অর্থ। কারণ গাড়িতে মৃতদেহ তোলার পূর্বে এবং নামানোর পরে জীবাণুনাশক দিয়ে পুরো গাড়ি পরিষ্কার করতে হয়। সেইসাথে স্বেচ্ছাসেবীদের সুরক্ষা সরঞ্জামাদিও একবার ব্যবহারের পর পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

করোনা যুদ্ধে জয়ী হোন মানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন

প্রিয় সুহৃদ, করোনার সাথে লড়াই করে যিনি মারা গেছেন, তিনি কারো না কারো আপনজন। তার শেষ বিদায়টুকু হোক মমতাপূর্ণ ও যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায়। তাকে শহিদ হিসেবে সম্মান জানানোর এই পুণ্যময় মানবিক উদ্যোগে আপনিও শামিল হোন! অর্থ, সময়, শ্রম দিয়ে এবং দোয়া করে এ শহিদদের পাশে থাকুন। অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করুন। পরম করুণাময়ের রহমতের ছায়ায় সুরক্ষিত থাকুন আপনি ও আপনার পরিবার।

আপনার যে-কোনো সহযোগিতা সাদরে গৃহীত হবে।

বিকাশ ও নগদ : 01315-393646

অনলাইন ডোনেশন

donate.quantummethod.org.bd

বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে জাবলে রাজিউন। এখানে সমাহিত হওয়ার জন্যে ফাউন্ডেশনের সদস্য-শুভানুধ্যায়ীদের যে-কেউ অসিয়ত/ অন্তিম ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন। তাকে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হবে।

মমতার পরশে দাফনসেবা

কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের দাফন ও সৎকারে শুরু থেকেই আন্তরিক ভূমিকা পালন করে আসছে ফাউন্ডেশন। এরই ধারাবাহিকতায় অক্ষম ও অভাবগ্রস্তের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন/ সৎকারের লক্ষ্যে ২০০৪ সাল থেকে শুরু হয় দাফনসেবা। মে ২০২০ পর্যন্ত ৫৬১ জন মৃতের দাফন এবং ২১ জনের সৎকার করা হয়। রাজশাহীতে শুরু হওয়া এ সেবা পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।

মৃতের অন্তিম যাত্রায় মমতার পরশ বোলানোর লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে কোয়ান্টাম দাফনসেবা। মহামারি/ দুর্যোগকালীন পরিস্থিতিতেই শুধু নয়, এখন থেকে এ সেবা উদ্যোগ দেশজুড়ে পরিচালিত হবে নিয়মিত ভিত্তিতে। সমাজের যে-কোনো স্তরের মানুষ এ সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

দাফনসেবা কার্যক্রম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩